সালাতের পর

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

যে সব দোয়া পড়তেন

মুফতী কাজী মুহাম্মাদ ইবরাহীম

প্রধান মুহাদ্দিস, জামেয়া কাসেমিয়া, নরসিংদী

খতিব, বায়তুল আমান জামে মসজিদ, মতিঝিল সরকারি কলোনি

(আল-হেলাল জোন) ঢাকা-১০০০

Contents

قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لاَيَعْلَمُوْنَ ط
اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْاَلْبَابِ (سورة الزمر ٩)

(হে রাসূল !) আপনি বলুন, যারা জানে আর যারা জানে না তারা কি সমান (কখনোই সমান নয়) । নিশ্চয় জ্ঞানীরাই উপদেশ গ্রহণ করে ।

সূরা যুমার- ৯

Contents

যা অবশ্যই জেনে নেয়া উচিত

"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্" এ কালেমার সাক্ষ্য সকল ফরজের মধ্যে সর্বপ্রথম ফরজ। প্রথমাংশের অর্থ হলো, আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য মা'বুদ নেই, দ্বিতীয়াংশের অর্থ হলো, মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল। এ বাক্যের সারমর্ম হলো, ইবাদাত হতে হবে একমাত্র আল্লাহর আর ইবাদতের পদ্ধতি হতে হবে একমাত্র মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের। তাঁর তরীকা ও পদ্ধতির বাইরে কোন ইবাদাত করা হলে তা বিদআত তথা নবউদ্ভাবিত কুসংস্কাররূপে আখ্যায়িত হবে।

পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ সালাত, জুমু'আর সালাত এবং কোন জামায়াতবদ্ধ সালাতের পর ইমামের নেতৃত্বে হাত তুলে তথাকথিত মুনাজাত নামক যে কৃত্রিম আনুষ্ঠানিক দোয়া করা হয় তা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত নয়। বরং তার চিরাচরিত সুন্নাতের পরিপন্থী একটি নবউদ্ভাবিত সম্মিলিত বিদআত ও সীমা লঙ্ঘন। বিদআত সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে–

إِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُوْرِفَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ–
(ترمذى)

অর্থঃ "তোমরা নিজেদেরকে নবউদ্ভাবিত বিষয় সমূহ (ইবাদাত) থেকে দূরে রেখ, কেননা প্রত্যেক নবউদ্ভাবিত (দ্বীনি) বিষয়ই বিদআত, আর প্রত্যেক বিদয়াত হচ্ছে ভ্রান্তি বা ভুল পথ।" (তিরমিযি)

অপর বর্ণনায় রয়েছে–

وَشَرُّ الْأُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ
فِى النَّارِ (مسلم- نسائ)

অর্থ ঃ দ্বীনি বিষয়সমূহের মধ্যে নবউদ্ভাবিত বিষয়গুলোই সবচেয়ে নিকৃষ্ট আর সকল নবউদ্ভাবিত বিষয়ই বিদআত, সকল বিদআতই ভ্রষ্টতা, আর সকল ভ্রষ্টতাই জাহান্নামে পতিত হবে। (মুসলিম, নাসাঈ)

দোয়ার ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভবিষ্যদ্বাণী করে বলেছেন–

سَيَكُوْنُ فِيْ أُمَّتِيْ قَوْمٌ يَّعْتَدُوْنَ فِي الطُّهُوْرِ وَالدُّعَاءِ
(أحمد– أبو داؤد– إبنَ ماجة– مشكوة ٤٧)

অর্থ ঃ অচিরেই আমার উম্মাতের মধ্যে এমন একটি সম্প্রদায় আসবে যারা পবিত্রতা অর্জন ও দোয়া করার ক্ষেত্রে শরীয়া প্রদত্ত সীমালঙ্ঘন করবে।

(আহমাদ, আবু দাউদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত-৪৭)

দোয়ার ক্ষেত্রে সীমা লঙ্ঘনকারীদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন–

اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّ خُفْيَةً ط اِنَّه لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ
(سورة الاعراف –٥٥)

অর্থ ঃ "তোমরা কাকুতি মিনতি করে ও সংগোপনে তোমাদের রবকে ডাক, নিশ্চয়ই তিনি সীমালঙ্ঘনকারীদের ভালবাসেন না।" (সূরা আল আ'রাফ- ৫৫)

ফরজ সালাতসমূহের পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সব তাসবীহ, হামদ, তাকবীর, ও তাহলীল (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ), ইস্তিগফার, সূরা তিলাওয়াত ও প্রাণজুড়ানো যে সব অনুপম কালেমা ও ব্যক্তিগত দোয়া পাঠ করেছেন তাই হচ্ছে উম্মতের জন্য ফরজ সালাতের পর করণীয় ও অনুসরণীয় সুন্নাত ও আদর্শ।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার দাবি এটাই যে, আমরা তাঁর রেখে যাওয়া আদর্শ ও সুন্নাতকে কঠোরভাবে আঁকড়ে ধরবো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই বলেছেন–

مَنْ اَحَبَّ سُنَّتِيْ فَقَدْ اَحَبَّنِيْ وَمَنْ اَحَبَّنِيْ كَانَ مَعِيْ فِي الْجَنَّةِ
(بخارى مسلم مشكوة ٣٠)

"যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালোবাসল সে তো আমাকেই ভালোবাসল। আর যে ব্যক্তি আমাকে ভালোবাসল সে তো আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।"

- (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত - ৩০)

Contents

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনে তিনি আনুমানিক ত্রিশ হাজার ফরজ সালাত আদায় করেছেন। কিন্তু এ বিরাট সংখ্যক ফরজ সালাতের কোন একটির পরও সম্মিলিতভাবে হাত তুলে দোয়া করেছেন এমন কোন বর্ণনা কোন হাদীসে নেই। বিশুদ্ধ হাদীসতো দূরের কথা, কোন দুর্বল কিংবা ভুয়া হাদীস বা বানোয়াট হাদীসের মধ্যেও তার কোন প্রমাণ আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। বিশুদ্ধ ছয়টি হাদীস গ্রন্থসহ শত সহস্র হাদীস গ্রন্থের কোন একটিতে পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ সালাতের পর সম্মিলিত মুনাজাতের কোন অধ্যায় বা কোন হাদীস পাওয়া যায়নি। এমনকি ইসলামী আইনশাস্ত্র তথা ফিক্‌হের গ্রহণযোগ্য গ্রন্থসমূহে সালাত পর্বে কোথাও উক্ত মুনাজাতের কোন উল্লেখ পাওয়া যায়নি। ফরজ সালাতের পর একাকী ব্যক্তিগতভাবে হাত তুলে দোয়া করার বিষয়টিও কোন হাদীসের দ্বারা প্রমাণিত হয়নি। কেবল নিজস্ব নফল সালাতের পরই হাত তুলে একাকী দোয়া করার বিষয়টি হাদীসে প্রমাণিত আছে। নফলের পরও সম্মিলিতভাবে হাত তুলে দোয়া করার প্রমাণ হাদীসে নেই।

অতএব, সালাতের পর হাত তুলে দোয়া করার বিষয়টি শুধুমাত্র নফলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়ে থাকল। তাও আবার সম্মিলিতরূপে নয়। বরং একাকী ও ব্যক্তিগতভাবে ইচ্ছাধীন কর্ম হিসেবে। যা করলে সওয়াব হবে, না করলে কোন গুনাহ হবে না।

বৃষ্টির জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমু'আর খুতবায় হাত তুলে দোয়া করলে সাহাবারাও সে দোয়ায় হাত তুলে অংশগ্রহণ করেছিলেন। (বুখারী) দাওস গোত্রের হেদায়েতের জন্য দু'হাত তুলে তিনি দোয়া করেছেন। (আল আদাবুল মুফরাদ লিল বুখারী) আয়েশা (রাঃ) বলেন- আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দু'হাত তুলে দোয়া করতে দেখেছি। তিনি বলছেন, হে আল্লাহ! আমি একজন মানুষই। অতএব তুমি আমাকে শাস্তি দিও না। (আল আদাবুল মুফরাদ লিল বুখারী)। বদরের যুদ্ধের সময় তিনি একা হাত তুলে দোয়া করেছিলেন।

এতদ্ব্যতীত তিনি উসমানের জন্য, আল বাকী কবরস্তানের মৃতদের জন্য, সূর্য গ্রহণের সালাতের মধ্যে, ইবনুল লুতবিয়্যাহ নামক এক কর্মচারির ঘটনায় এবং আরাফাতের ময়দানে দু'হাত তুলে দোয়া

করেছেন। এ ঘটনাগুলো জুয্যু রাফউল ইদাইল লিল বুখারী, বুখারী, মুসলিম, তিরমিযি, নাসায়ী বর্ণনা করেছেন। সাময়িক বিষয়ে হাত তুলে দোয়া করার এ জাতীয় আর অনেক ঘটনা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। এ গুলোর সাথে ফরজ সালাতের কোনো সম্পর্ক নেই। ফরজ সালাতের পর তিনি হাত তুলে এ ধরনের দোয়া করেননি।

উপরোক্ত হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হলো, ফরজ কিংবা সম্মিলিতভাবে হাত তুলে দোয়া করলে তা সুন্নাতের পরিপন্থী হবে না। কিন্তু এ ধরনের দোয়া অনুষ্ঠান কিছুতেই ফরজ সালাতের সাথে সম্পৃক্ত করা যাবে না অন্য যেকোনো সময় যেকোনো প্রয়োজনে একাকী কিংবা সম্মিলিতভাবে হাত তুলে দোয়া করলে তা সুন্নাতের পরিপন্থী হবে না। তবে ফরজ সালাতের সাথে এ ধরনের দোয়া অনুষ্ঠান জুড়ে দেয়া সুন্নাতের পরিপন্থী এবং সালাতের সাথে সংযোজিত এ ধরনের হাত তুলে দোয়া বিদআত ও শয়তানের অংশ হিসেবে সাব্যস্ত হবে। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন–

لايَجْعَلُ اَحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ شَيْئًا مِّنْ صَلَاتِه يَرى اَنَّ حَقًّا عَلَيْهِ اَنْ لَا يَنْصَرِفَ اِلَّا عَنْ يَّمِيْنِه لَقَدْ رَاَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَثِيْرًا يَنْصَرِفُ عَنْ يَّسَارِه – (بخارى ١١٨ / 1)

অর্থাৎ "তোমাদের কেউ যেন তার সালাতের কোন কিছু শয়তানের জন্য সাব্যস্ত না করে, (যেমন) সে মনে করে সালাম ফেরানোর পর (ইমাম কতৃক) ডান দিক থেকে ফেরাই কর্তব্য। অথচ আমি বহুবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বাম দিক থেকে ফিরতে দেখেছি।" (বুখারী-১/১১৮)

আল্লামা ত্বীবি উপরোক্ত কথার প্রেক্ষিতে মন্তব্য করেন ইবনু মাসউদের (রাঃ) এ কথার দ্বারা প্রমাণিত হলো, যে ব্যক্তি কোন মুস্তাহাব বিষয়কে অপরিহার্য মনে করে ও নিরবচ্ছিন্নভাবে সে বিষয়টি বাস্তবায়ন করে এবং তা পরিত্যাগ করার যে অবকাশ শরীয়ায় রয়েছে তার উপর কখনো সে আমল না করে, তবে অবশ্যই শয়তান তাকে ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করেছে। কিন্তু সে বিষয়টি যদি বিদআত ও গর্হিত কাজ হয় তবে তো তার বিভ্রান্তি আরো মারাত্মক।

(পাদটিকা বুখারী- ১/১১৮)

Contents

উপরোক্ত বক্তব্যের প্রেক্ষিতে বলা যায়, পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের পর প্রচলিত সম্মিলিত মুনাজাত বিদআত হওয়ার ফলে শয়তানের অংশে পরিণত হয়েছে। এটি আল্লাহর ইবাদত হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার যোগ্য নয়।

নফল সালাতের পর একাকী হাত তুলে দোয়া করার বিষয়টি হাদীসে প্রমাণিত হয়েছে। এ বিষয়টি ইতোপূর্বেও আমরা বর্ণনা করেছি। প্রকৃতপক্ষে নফল সালাতের পর একাকী হাত তুলে দোয়া করার ইচ্ছাধীন বিষয়টিকে ফরজ সালাতের সাথে অপরিহার্যভাবে সম্মিলিত রূপ দিয়ে জুড়ে দিয়েছেন এক শ্রেণীর আলেম সমাজ, যা সম্পূর্ণ সুন্নাতের পরিপন্থী। আলেম সমাজ আমাদের শর্তহীন আদর্শ নন। কুরআন ও সুন্নাহ পালনের শর্তে তাঁরা আদর্শ হতে পারেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহর বিপরীত কাজ করলে সে বিষয় তাঁরা আদর্শ হতে পারে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই হলেন আমাদের একমাত্র শর্তহীন আদর্শ। ওহী দ্বারা পরিচালিত হওয়ার কারণে তিনি যেমন নির্ভুল ছিলেন আর কেউ তেমনই হতে পারে না। তাই সকল বিষয়ে তাঁকেই আদর্শ হিসেবে মেনে নিলে ভুলের সম্ভাবনা থাকে না। আর ঈমানদারদের মধ্যে কোন বিষয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হলে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেবেন একমাত্র আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল, যা কিতাব ও সুন্নাহতে বর্ণিত রয়েছে। বিতর্কিত বিষয়ে কোন মুজতাহিদ, আলিম কিংবা প্রশাসক কারো কাছেই ফয়সালা চাওয়া যাবে না। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُوْلِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ
بِاللهِ وَالْيَوْمِ الاٰخِرِ – (سورة النساء–٥٩)

অর্থাৎ "যদি তোমরা কোন বিষয়ে বিতর্কে লিপ্ত হও তবে তা ফিরিয়ে নাও আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কাছে, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও আল্লাহ ও পরকালের ওপর।" (সূরা নিসা-৫৯)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরজ সালাতের পর যা করেছেন তাই আল্লাহ ও রাসূলের সিদ্ধান্ত বলে গণ্য হবে, যা গ্রহণ করা ঈমানের বিশুদ্ধতা ও গ্রহণযোগ্যতার জন্য পূর্বশর্ত।

Contents

সালাতের সালাম ফেরানোর পর পঠিতব্য দোয়াসমূহ

বুখারী, মুসলিম, তিরমিযি, নাসায়ী, আবু দাউদ, ইবনু মাজাহসহ বিশ্ববিখ্যাত বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থসমূহে এ বিষয়ে যে সব হাদীস বর্ণিত হয়েছে তা থেকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক হাদীস নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ-

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক ফরজ সালাতে সালাম ফেরানোর পর একবার 'আল্লাহু আকবার', তিনবার আস্তাগফিরুল্লাহ ও একবার 'আল্লাহুম্মা আনতাস্ সালামু ওয়া মিনকাস্ সালাম তাবারাকতা ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরাম' পড়তেন। অতঃপর মুসল্লিগণের দিকে ফিরে বসতেন এবং অন্যান্য দোয়া পড়তেন।

اللهُ اَكْبَرُ

উচ্চারণ ঃ সালাম ফেরানোর পর সরবে একবার 'আল্লাহু আকবার' বলবে।

عن ابن عباس(رض)قال: كنت اعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى ا لله عيه وسلم بالتكبر–

অর্থ ঃ "হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন– আমি তাকবীর দ্বারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সালাতের সমাপ্তি সম্পর্কে অবহিত হতাম।"

অর্থাৎ সালাম ফেরানোর পর ইমাম (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও মুক্তাদীগণ (সাহাবীগণ) সরবে একবার আল্লাহু আকবার বলতেন।

(বুখারী- ১/১১৬, মুসলিম -১/১৭, আবু দাউদ -১/৪৩, নাসায়ী-১/১৪৯)

اَسْتَغْفِرُ اللهَ اَسْتَغْفِرُ اللهَ اَسْتَغْفِرُ اللهَ– اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلامُ تَبَارَكْتَ يَاذَا الْجَلاَلِ وَالْاِكْرَامِ–

Contents

উচ্চারণ ঃ 'আস্‌তাগফিরুল্লাহ' (তিনবার বলবে)। (অতঃপর) 'আল্লাহুম্মা আনতাস্‌ সালামু ওয়া মিনকাস্‌ সালাম তাবারাকত্তা ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরাম' বলবে।

عن ثوبان قال:كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ تَبَارَكْتَ يَاذَا الْجَلاَلِ وَالْاِكْرَامِ-

অর্থ ঃ "সাওবান (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সালাতের সালাম ফেরাতেন তখন তিনি তিনবার ইস্‌তেগফার পড়তেন অর্থাৎ 'আস্তাগ্‌ফিরুল্লাহ' বলতেন। তারপর বলতেনঃ হে আল্লাহ! তুমি শান্তিময়, তোমার থেকেই শান্তি অবতীর্ণ হয়। তুমি বরকতময়, হে পরাক্রমশালী ও মর্যাদা প্রদানকারী।"

(মুসলিম- ১/২১৮, আবু দাউদ -১/২২১, দারেমী-১/৩১১, ইবনু খুজাইমা-১/৩৬৩, তিরমিযী-১/৬৬, নাসায়ী-১/১৫০, ইবনু মাজাহ -১/৬৬)

বিঃ দ্রঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপরোক্ত ইস্‌তেগ্‌ফার ও দোয়া তাকবীরের পর পড়তেন।

لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ - لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ- لَا اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ-

উচ্চারণ ঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকালাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া আ'লা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর। লা হাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়ালা না'বুদু ইল্লা ইয়্যাহু লাহুল নি'মাতু ওয়া লাহুল ফাদলু ওয়া লাহুছ ছানাউল হাসানু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুখলিছীনা লাহুদ্‌দ্বীনা ওয়ালাও কারিহাল কাফিরুন।

Contents

كان ر سول الله صلى الله صليه وسلم إذاسلَّم من صلاته يقول لَااِلٰهَ اِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ اْلحَمْدُ وَهُوَعَلَى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْر– لاحول وَلَا قُوَّ اِلاَّ بِاللهِ– لَا اِلٰهَ اِللهُ وَلَانَعْبُدُ اِلاَّ اَيَّاهُ لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ اَلْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ اَلْحَسَن لاَ اِلٰهَ الاَّ اللهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ اْلكَا فِرُوْنَ

অর্থ ঃ এক আল্লাহ ব্যতীত দাসত্বের যোগ্য আর কেউ নেই। তিনি এক, তাঁর কোন অংশীদার নেই। সার্বভৌম রাজত্ব এবং সকল প্রশংসা তাঁরই। আর তিনি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান। সকল বিষয়ের শক্তি দান ও অবস্থান্তর মহান আল্লাহর পক্ষ থেকেই হয়ে থাকে। আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নেই। আর আমরা তো তিনি ভিন্ন আর কারো দাসত্ব করি না। অবদান, অনুগ্রহ ও সুন্দর গুণগান তো তাঁরই প্রাপ্য। আনুগত্যকে তাঁর জন্য নিরংকুশ করে (আমরা বলছি) "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" যদিও অবিশ্বাসীরা তা অপছন্দ করে।

(মুসলিম -১/২১/৮, আবু দাউদ -১/২১১, আহমাদ -৪, নাসায়ী -১/১৫০, ইবনু খুজায়মা -১/৩৬৩)

لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللهُ وَحْدَه لاَ شَرِيْكَ لَهَ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ– اَللّٰهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ

উচ্চারণ ঃ "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকালাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর। আল্লাহুম্মা লা মানিয়া' লিমা আ'তাইতা ওয়ালা মু'তিয়া লিমা মানা'তা ওয়ালা ইয়ানফাউ যাল জাদ্দি মিনকাল জাদ্দু।"

عن المغيرة بن شعبة (رض) قال:إن النبي صلي الله عليه وسلم كان يقول فى دبر كل صلاة و مكتوبة لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللهُ وَحْدَه لاَ شَرِيْكَ لَهُ

Contents

لهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَ هُوَ عَلى كُلِّ شَيئٍ قَدِيْر– اَللّهُمَّ لاَمَانِعَ لِماَ اَعْطَيْتَ وَلاَمُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَيَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ

অর্থ ঃ "মুগীরা ইবনু শু'বা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক সালাতের পর বলতেন– আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই, তিনি এক, তাঁর কোন অংশীদার নেই, সার্বভৌম রাজত্ব ও প্রশংসা তাঁরই, তিনি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান। হে আল্লাহ ! আপনি যা দান করবেন তা প্রতিহত করার কেউ নেই। আর আপনি যা দেবেন না তা দেয়ার কেউ নেই। আপনার ইবাদত ও আনুগত্য সম্পদশালীকে (তার সম্পদ) কোন উপকার দেবে না।"

(বুখারী-১/১১৭, মুসলিম-১/২১৮, আবু দাউদ-২১১, নাসায়ী-১/১৫০, দারেমী-৩১১, ইবনু খুজায়মা-১/৩৬৫)

سُبْحَانَ اللهِ اَلْحَمْدُ لِلّهِ اَللهُ اَكْبَرُ

উচ্চারণ ঃ সুবহানাল্লাহু (৩৩ বার), আলহামদুলিল্লাহ (৩৩ বার) ও আল্লাহু আকবার (৩৪ বার)।

معقبات لا يخيب قاءلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة ثلاثا و ثلاثين تسبيحةو ثلاثاوأثلاثين تحميدة وأربعاوأربعين تكبرة

অর্থ ঃ পরপর আগত কিছু কালেমা এমন রয়েছে প্রত্যেক ফরজ সালাতের পর যার উচ্চারণকারী অথবা আমলকারী ব্যর্থ হবে না। ৩৩ বার 'সুব্হানাল্লাহ', ৩৩ বার 'আলহামদুলিল্লাহ' ও ৩৪ বার 'আল্লাহু আকবার'।

(মুসলিম -১/২১৯, তিরমিযি-২/১৭৮, নাসায়ী -১/১৫১)

اَللّهُمَّ اغْفِرْلِيْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا اَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ وَمَا اَسْرَفْتُ وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِه مِنِّى اَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَاَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لاَ اِلهَ اِلاَّ اَنْتَ

Contents

উচ্চারণ ঃ "আল্লাহুম্মাগ্‌ফিরলী মা ক্বদ্দামতু ওয়ামা আখ্‌খারতু ওয়ামা আসরারতু ওয়ামা আ'লানতু ওয়ামা আসরাফতু ওয়ামা আনতা আ'লামু বিহী মিন্নী আনতাল মুকাদ্দিমু ওয়া আনতাল মুয়াখ্‌খিরু লা ইলাহা ইল্লা আনতা।"

عن على بن أبي طالب كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلّم من الصلاة قال: اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا اَخَّرْتُ وَمَا اَسْرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ وَمَا اَسْرَفْتُ وَمَا اَنتَ اَعْلَمُ بِه مِنِّي اَنْتَ اَلْمُقَدِّمُ وَاَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَااِلَهَ اِلاَّ اَنْتَ

অর্থ ঃ "আলী ইবনু আবু তালিব (রাঃ) থেকে বর্ণিত– রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সালাতের সালাম ফেরাতেন তখন বলতেন, হে আল্লাহ্ আমি আগে ও পরে যত পাপ করেছি, প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে যা করেছি এবং যাতে সীমালঙ্ঘন করেছি, আর যা আপনি আমার চেয়ে অধিক জানেন সে সব ক্ষমা করে দিন। আপনিই এগিয়ে দেন এবং আপনিই পিছিয়ে দেন। আপনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই।"
(আবু দাউদ -১/২১২, তিরমিযি -১/১৭৯-৮০, ইবনু খুজায়মা -১/৩৬৩)

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ! اَنَا شَهِيْدٌ اَنَّكَ اَنْتَ الرَّبُّ وَحْدَكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ — اللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ اَنَاشَهِيْدٌ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ– اللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ ! اَنَا شَهِيْدٌ اَنَّ الْعِبَادَ كُلُّهُمْ اِخْوَةٌ– اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ ! اَنَا شَهِيْدٌ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ– اللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ ! اِجْعَلْنِيْ مُخْلِصًا لَكَ وَاَهْلِيْ فِي كُلِّ سَاعَةٍ فِي الدُّنْيَا وَالاخِرَةِ– يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالاِكْرَامِ ! اِسْمَعْ وَاسْتَجِبْ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ– اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ– حَسْبِيَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ–

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা রাব্বানা ওয়া রাব্বা কুল্লি শাই! আনা শাহীদুন আন্নাকা আনতার রাব্বু ওয়াহ্‌দাকা লা শারীকা লাকা। আল্লাহুম্মা

Contents

রাব্বানা ওয়া রাব্বা কুল্লিশাই! আনা শাহীদুন আন্না ইবাদা কুল্লুহুম ইখওয়াহ। আল্লাহুম্মা রাব্বানা ওয়া রাব্বা কুল্লি শাই! ইজয়ালনী মুখলিছাল লাকা ওয়া আহ্‌লী ফী কুল্লী সাআতিন ফিদ্দুনইয়া ওয়াল আখিরাহ ইয়া যাল যালালী ওয়াল ইকরাম। ইসমা' ওয়াস্‌তাজিব আল্লাহু আকবার। হাসবিআল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকীল, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার।"

عن زيد بن أرقم قال: سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول فى دبر صلاتهااَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلَّ شَيْئٍ! اَنَا شَهِيْدٌ اَنَّكَ اَنْتَ الرَّبُّ وَحْدَكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ – اللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّشَيْئٍ اَنَاشَهِيْدٌ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ– اللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْئٍ ! اَنَا شَهِيْدٌ اَنَّ الْعِبَادَ كُلُّهُمْ اِخْوَةٌ– اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْئٍ ! اَنَا شَهِيْدٌ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ– اللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْئٍ ! اِجْعَلْنِىْ مُخْلِصًا لَكَ وَاَهْلِىْ فِى كُلِّ سَاعَةٍ فِى الدُّنْيَا وَالاٰخِرَةِ– يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالاِكْرَامِ ! اِسْمَعْ وَاسْتَجِبْ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرَ– اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ– حَسْبِىَ اَللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ–

অর্থ ঃ "যায়েদ ইবনু আরকাম (রাঃ) থেকে বর্ণিত– তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর সালাতশেষে বলতে শুনেছি, হে আল্লাহ ! তুমি আমাদের প্রভু এবং সকল কিছুর প্রভু। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি এক, তোমার কোন অংশীদার নেই। হে আল্লাহ ! তুমি আমাদের প্রভু এবং সকল কিছুর প্রভু। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমার বান্দা এবং তোমার রাসূল।

হে আল্লাহ! তুমি আমাদের প্রভু এবং সকল কিছুর প্রভু আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, বান্দারা সকলেই ভাই ভাই। হে আল্লাহ ! তুমি আমাদের প্রভু এবং সকল কিছুর প্রভু। তুমি আমাকে তোমার নিজের জন্য বিশুদ্ধচিত্ত/খাছ করে নাও এবং আমার পরিবারকেও প্রতিটি মুহূর্তে দুনিয়া-আখিরাতে (বিশুদ্ধচিত্তে/ খাস করে নাও)।

হে পরাক্রমশালী ও মর্যাদা দানকারী ! তুমি শোন এবং কবুল কর। আল্লাহ সবচেয়ে বড়, আল্লাহ সবচেয়ে বড়। আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর জ্যোতি। আল্লাহই হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। আল্লাহ আমার জন্য যথেষ্ট এবং তিনি কতই না উত্তম কর্মবিধায়ক। আল্লাহ সবচেয়ে বড়, তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ।"

(আবু দাউদ -১/২১১)

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ اَنْ اُرَدَّ اِلٰى اَرْذَلِ الْعُمُرِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ ا لدُّنْيَا

উচ্চারণ ঃ 'আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল জুবনি ওয়া আউযুবিকা মিন আন উরাদ্দা ইলা আরযালিল উমুরি ওয়া আউযুবিকা মিন আযাবিল ক্বাবরি ওয়া আউযুবিকা মিন ফিতনাতিদ্দুনইয়া।"

অর্থ ঃ"হে আল্লাহ্ ! আমি কাপুরুষতা থেকে আপনার নিকট আশ্রয় চাই। এবং (বার্ধক্যের) নিকৃষ্টতম জীবনে ফিরিয়ে নেয়া থেকেও আপনার কাছে আশ্রয় চাই এবং কবরের আযাব থেকে আপনার আশ্রয় চাই। আরো আশ্রয় চাই আপনার কাছে দুনিয়ার ফিতনা থেকে।"

عن سعد بن أبي وقّاص (رض) أنه كان يعلم بنيه هذه الكلمات كما يعلم الغلمان الكتابة ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة

অর্থ ঃ "সা'দ ইবনু আবি ওয়াক্কাছ (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, শিক্ষক শিশুদেরকে যেমনিভাবে লেখা শিখিয়ে থাকেন, তেমনিভাবে তিনি নিজ সন্তানদেরও কালেমাগুলো শেখাতেন এবং তিনি বলেতেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বাক্যগুলো দ্বারা সালাতের পর আল্লাহর আশ্রয় চাইতেন।

(বুখারী-১/৩৯৬, ইবনু খুজায়মা -১/৩৬৭, তিরমিযি-১, নাসায়ী-১/২৭০, আহমাদ-১/১৮৩)

Contents

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِىْ خَطَايَاىَ وَذُنُوْبِىْ كُلَّهَا اَللّٰهُمَّ اَنْعِشْنِىْ وَاَحْيِنِىْ وَارْزُقْنِىْ وَاهْدِنِىْ لِصَالِحِ الْاَعْمَالِ وَالْاَخْلاَقِ اِنَّه لاَ يَهْدِىْ لِصَالِحِهَا وَلاَ يَصْرِفُ سَيِّئَهَا اِلاَّ اَنْتَ

উচ্চারণঃ "আল্লাহুম্মাগ্‌ফিরলী খাতাইয়াইয়া ওয়াযুনুবী কুল্লাহা। আল্লাহুম্মা আনইশনী ওয়া আহ্‌ইনী ওয়ারজুকনী ওয়াহ্‌দিনী লিছালিহিল আ'মালি ওয়াল আখলাকি ইন্নাহু লা ইয়াহ্‌দী লিছালিহিহা ওয়ালা ইয়াছরিফু সায়্যিআহা ইল্লা আনতা।"

আবু আইউব আনসারী (রাঃ) হতে বর্ণিত– তিনি বলেন,

ما صليت وراء نبيكم صلى الله عليه وسلم إلا سمعته حين ينصرف من صلاته يقول: اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِىْ خَطَايَاىَ وَذُنُوْبِىْ كُلَّهَا اَللّٰهُمَّ اَنْعِشْنِىْ وَاَحْيِنِىْ وَارْزُقْنِىْ وَاهْدِنِىْ لِصَالِحِ الْاَعْمَالِ وَالْاَخْلاَقِ اِنَّهُ لاَ يَهْدِىْ لِصَالِحِهَا وَلاَ يَصْرِفُ سَيِّئَهَا اِلاَّ اَنْتَ

অর্থ ঃ "আমি যখনই তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে সালাত পড়েছি তখনই সালাত শেষ করার পর তাঁকে বলতে শুনেছি, হে আল্লাহ্ ! আমার সকল ত্রুটি ও পাপ ক্ষমা করে দাও। হে আল্লাহ! আমার মর্যাদা বাড়িয়ে দাও, আমাকে জীবিত রাখ, আমাকে জীবিকা দাও। সৎ কাজ ও সৎ চরিত্রের প্রতি পথ প্রদর্শন করাও এবং অসৎ কাজ ও অসৎ চরিত্র থেকে বিরত রাখার মত তুমি ছাড়া আর কেউ নেই।"

(মুসতাদ্‌রাক, যাদুল মা'আদ-১/৭৭, তুহফাতুয্ যাকেরীন-১১৯, মাজমাউয্ যাওয়ায়েদ -১০/১১১, হাদীসটির বর্ণনাসূত্র বিশ্বস্ত।)

(১০) আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে

آيَةُ الْكُرْسِىِّ : اَللّٰهُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ ج لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَّلاَ نَوْمٌ ط لَه مَا فِى السَّمَاوَاتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ط مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَه اِلاَّ بِإِذْنِه ط يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ج وَلاَ يُحِيْطُوْنَ

بِشَيْئٍ مِّنْ عِلْمِهِ اِلاَّ بِمَا شَاءَ ج وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ ج وَلاَ يَئُوْدُهُ حِفْظُهُمَا ج وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ

উচ্চারণ ঃ "আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়ুল কাউয়ুম, লা তাখুযুহু সিনাতুউ ওয়ালা নাউম, লাহু মাফিস্ সামাওয়াতি ওয়ামা ফিল আরদি, মান যাল্লাজী ইয়াশ্ফাউ ইনদাহু ইল্লা বিইয্নিহী ইয়া'লামু মা বাইনা আইদিহীম ওয়ামা খালফাহুম ওয়ালা ইউহিতুনা বিশাইয়িম মিন্ ঈলমিহী ইল্লা বিমা শাআ, ওয়াসিআ কুরসিয়্যুহুস্ সামাওয়াতি ওয়াল আরদা ওয়ালা ইয়াউদুহু হিফ্যুহুমা ওয়া হুয়াল আলিয়্যুল আ'যীম ।"

অর্থ ঃ আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই, তিনি জীবিত ও চিরঞ্জীব। তাঁকে তন্দ্রা স্পর্শ করতে পারে না এবং নিদ্রাও নয়। আসমান ও যমীনে যা কিছু রয়েছে, সবই তাঁর। কে আছে এমন যে সুপারিশ করবে তাঁর কাছে তাঁর অনুমতি ছাড়া? দৃষ্টির সামনে কিংবা পেছনে যা কিছু রয়েছে সে সবই তিনি জানেন। তাঁর জ্ঞানসীমা থেকে তারা কোন কিছুকেই পরিবেষ্টিত করতে পারে না, তবে যতটুকু তিনি ইচ্ছা করেন। তাঁর সিংহাসন সমস্ত আসমান ও যমীনকে পরিবেষ্টিত করে আছে। আর সেগুলোকে ধারণ করা তাঁর পক্ষে কঠিন নয়। তিনিই সর্বোচ্চ ও সর্বাপেক্ষা মহান।

আবু উমামা (রাঃ) বলেন– রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

من قرأ أية الكرسى دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة اِلاَّ أن يموت

অর্থ ঃ "যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরজ সালাতের পর 'আয়াতুল কুরসী' পাঠ করবে তাকে মৃত্যু ছাড়া আর কিছুই জান্নাতে প্রবেশ করা থেকে বিরত রাখতে পারবে না।"

(নাসায়ী, ইবনু হিব্বান, আল-লাআলী, আল-মাসনুআ -১/২৩০)

(১১) সূরা ফালাক ও সূরা নাস পাঠ করবে

سُوْرَةُ الْفلق : قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ – مِن شَرِّ مَا خَلَقَ– وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ – وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ – وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ

উচ্চারণ ঃ ক্বুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক্ব, মিন শার্‌রি মা খালাক্ব, ওয়া মিন শার্‌রি গাসিক্বিন ইযা ওয়াক্বাব, ওয়া মিন শার্‌রিন্‌ নাফ্‌ফাসাতি ফিল উক্বাদ, ওয়া মিন শার্‌রি হা-সিদিন ইযা হাসাদ ।

অর্থ ঃ (হে রাসূল !) আপনি বলুন, আমি ভোরের প্রতিপালকের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্টতা থেকে এবং অন্ধকার রাতের অনিষ্টতা থেকে যখন তার অন্ধকার আরো বিস্তৃতি লাভ করে এবং গিরাসমূহে ফুঁকদানকারিণীদের অনিষ্টতা থেকে এবং হিংসুকের অনিষ্টতা থেকে যখন সে হিংসায় মেতে উঠে ।

سُوْرَةُ النَّاس: قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاس– مَلِكِ النَّاس– اِلٰهِ النَّاس– مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ– الَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ– مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ

উচ্চারণ ঃ ক্বুল আউযু বিরাব্বিন্‌ নাস, মালিকিন্‌ নাস, ইলাহিন্‌ নাস, মিন
শার্‌রিল ওয়াসওয়াসিল খান্নাস, আল্লাযী ইউয়াসবিসু ফি সুদূরিন্‌ নাস মিনাল জিন্নাতি ওয়ান্‌ নাস ।

অর্থ ঃ (হে রাসূল!) আপনি বলুন, আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি মানুষের প্রতিপালক, মানুষের বাদশাহ্‌, মানুষের প্রকৃত মা'বুদের নিকটে, বারবার ফিরে আসা ওয়াসওয়াসা দানকারীর অনিষ্টতা থেকে, যে মানুষের অন্তরে ওয়াসওয়াসার সৃষ্টি করে, সে জিনের মধ্য থেকে হোক, কী মানুষের মধ্য থেকে ।

ওকবা ইবনু আমের (রাঃ) বলেন,

أ مرنى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة

অর্থ ঃ "রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে প্রত্যেক সালাতের পর মুয়াব্বিজাত (সূরা ফালাক ও সূরা নাস) পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন ।"

(আবু দাউদ-১/২১৩, আহমাদ-৪/১৫৫, হাকেম মুসতাদরাক-১/৪৫৩, ইবনু হিব্বান, ইবনু খুজায়মা -১/৩৭২, তিরমিযি)

Contents

اللّٰهُمَّ اَعِنِّىْ عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

উচ্চারণ ঃ "আল্লাহুম্মা আইন্নী আলা যিকরিকা ওয়া শুকরিকা ওয়া হুসনি ইবাদাতিক ।"

মুয়াজ ইবনে জাবাল (রাঃ) বর্ণনা করেন–

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال : يا معاذ والله إني يحبك فقال : أوصيك يا معاذ لاتدعن فى دبر كل صلاة تقول : أللّٰهُمَّ اَعِنِّىْ عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

অর্থ ঃ "রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর হাত ধরে বলেছেন, হে মুয়াজ! আল্লাহর কসম আমি তোমাকেই ভালবাসি। অতঃপর তিনি বললেন– হে মুয়াজ! আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি যে, প্রত্যেক সালাতের পর একথা বলা ত্যাগ করো না, হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে তোমার স্মরণ, তোমার কৃতজ্ঞতা ও তোমার সুন্দর ইবাদতের উপর সাহায্য কর ।"

(আবু দাউদ-১/২১৩, নাসায়ী-১, ইবনু হিব্বান-৫৮৩, ইবনু খুজায়মা–১/৩৬৯)

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ

উচ্চারণ ঃ "আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল কুফ্রী ওয়াল ফাক্রী ওয়া আযাবিল ক্বাবরি ।"

আবু বাক্রাহ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাতের পর এ দোয়া পড়তে শুনেছি ।

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ্! আমি কুফর, দারিদ্র্য ও কবরের আযাব হতে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি ।"

(নাসায়ী-১/১৫১, মুসতাদরাক লিল হাকেম-১/২৫২, ইবনু খুজায়মা-১/৩৬৭, হাকেম বলেছেন হাদিসটি ইমাম মুসলিমের শর্তেও উপর বর্ণিত বিশুদ্ধ হাদিস, ইমাম নববী বলেন, এর বর্ণনাসূত্র বিশুদ্ধ, ইবনু হাজার বলেন, এর সনদ শক্তিশালী, তানকীহুর রোয়াত-১/১৭৩)

اَللّٰهُمَّ رَبَّ جِبْرِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ وَاِسْرَافِيْلَ اَعِذْنِىْ مِنْ حَرِّ النَّارِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ

Contents

উচ্চারণ ঃ "আল্লাহুম্মা রাব্বা জিব্‌রীলা ওয়া মীকাঈলা ওয়া ইস্‌রাফিলা আইজনী মিন হার্‌রিন্নারী ওয়া আযাবিল কাবরি ।"

আয়েশা (রাঃ) এর বর্ণনা অনুসারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক সালাতের পর এ দোয়া পড়তেন ।

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ ! তুমি জিবরাইল, মিকাইল ও ইসরাফিলের প্রভু । আমাকে জাহান্নামের উত্তাপ ও কবরের আযাব হতে আশ্রয় দান কর ।" (নাসায়ী-১/১৫১, তাবারানী)

رَبِّ قِنِيْ عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ

উচ্চারণ ঃ "রাব্বি কিনী আ'যাবাকা ইয়াওমা তাব'আছু ই'বাদাকা ।"

বারা ইবনু আযেব (রাঃ)-এর বর্ণনানুসারে ফরজ সালাতের পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দোয়া পড়তেন ।

অর্থ ঃ "হে আমার প্রভু ! যেদিন তোমার বান্দাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করবে সেদিন তোমার শাস্তি থেকে আমাকে নিষ্কৃতি দিও ।"

(মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ)

Contents

ফজর ও মাগরিবের পর পঠিতব্য দোয়াসমূহ

বিশুদ্ধ হাদিসের ভিত্তিতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজর ও মাগরিবের পর যে সব যিক্‌র ও দোয়া পাঠ করতেন বা পাঠ করতে বলেছেন তা নিম্নে প্রদত্ত হলো–

لاَ اِلهَ اِلاَّ اللهُ وَحْدَه لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ

উচ্চারণ ঃ "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকালাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু বিয়াদিহিল খাইরু ইউহয়ি ওয়া ইউমীতু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর।"

আবদুর রহমান (রাঃ) বলেন– রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

من قال قبل أن ينصرف ويثنى رجليه من صلاةالمغرب والصبح لاَاِلهَ اِلاَّ اللهُ وَحْدَه لاَشَرِيْكَ لَهُ لَهُ اْلمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْئٍ عشر مرات كتب له بكلَ واحد عشر حسنات و محيت عنه عشرسيأت ورفع له عشردرجات وكانت له حرزا من كل مكروه وحرزا من الشيطان الرجيم ولا يحل لذنب أن يدركه الا الشرك وكان من أفضل الناس عملا إلا رجل يقول أفضل مما قال

অর্থ ঃ "যে ব্যক্তি মাগরিব এবং ফজরের পর স্থান ত্যাগ করার পূর্বে এবং পা মোড়ানোর আগে নিম্নোক্ত দোয়া ১০ বার পাঠ করবে–

'আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই। তিনি এক, তাঁর কোন অংশীদার নেই। সার্বভৌম রাজত্ব এবং সকল প্রশংসা তাঁরই। তাঁরই হাতে রয়েছে সকল কল্যাণ। তিনি জীবন ও মৃত্যু দান করেন এবং তিনিই সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।'

Contents

তাহলে প্রতিবারের বিনিময়ে তার জন্য লেখা হবে ১০টি পুণ্য এবং মিটিয়ে দেয়া হবে ১০টি পাপ, তাকে উন্নীত করা হবে ১০টি পদ মর্যাদায় এবং দোয়াটি তার জন্য সকল মন্দ ও অভিশপ্ত শয়তান থেকে নিরাপত্তা হয়ে যাবে। আর পৌত্তলিকতা ব্যতীত কোন পাপই তাকে আক্রান্ত করতে পারবে না। যে এরচেয়ে উৎকৃষ্ট কথা বলবে সে ছাড়া আর সকলের চেয়ে সেই হয়ে যাবে উৎকৃষ্ট আমলকারী।"

(আহমাদ - ৪/২২৭)

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ و مِدَادَ كَلِمَاتِهِ

উচ্চারণ ঃ "সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী আ'দাদা খালকিহী ওয়া রিদা নাফসিহী ওয়া যিনাতা আরশিহী ওয়া মিদাদা কালিমাতিহ্।" (৩ বার)

অর্থ ঃ "আমি আল্লাহর সৃষ্টি পরিমাণ আর তাঁর সত্তার সন্তুষ্টি পরিমাণ, তাঁর আরশের ওজন পরিমাণ এবং তাঁর বাণীসমূহ লিপিবদ্ধ করার কালি পরিমাণ পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণনা করছি।"

(মুসলিম -১/৩৫০, আবু দাউদ-১/২১০, নাসায়ী-১/১৫২, ইবনু মাজাহ)

اَللّٰهُمَّ اَجِرْنِىْ مِنَ النَّار

উচ্চারণ ঃ"আল্লাহুম্মা আজিরনী মিনান্নার"। (৭ বার)

হারেস ইবনু মুসলিম আত্ তামীমী তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন– রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংগোপনে তাঁকে বলেছেন–

إذا انصرفت من صلاة المغرب فقل قبل أن تكلم أحداً (اَللّٰهُمَّ اَجِرْنِىْ مِنَ النَّار) سبع مرات فإنك إذا قلت ذالك ثم متَّ في ليلتك كُتِبَ لك جوار منها– وإذا صليت الصبح فقل كذالك فإنك إذا مُتَّ في يومك كتب لك جوارمنها

অর্থ ঃ"তুমি যখন মাগরিবের সালাত হতে অবসর হবে তখন কারো সাথে কথা বলার আগে সাত বার বলবে 'হে আল্লাহ! আমাকে জাহান্নাম হতে আশ্রয় দাও।' যদি এ কথা বলে সে রাতে মৃত্যুবরণ করে তবে

Contents

তার জন্য জাহান্নাম হতে মুক্তি লিখে দেয়া হবে। আর যখন ফজরের সালাত পড়বে তখনও অনুরূপ

বলবে। কেননা তুমি যদি সেদিন মৃত্যুবরণ কর তবে তা (জাহান্নাম) থেকে তোমাকে মুক্তি লিখে দেয়া হবে।"

(আবু দাউদ-১/৬৯৩, ইবনু হিব্বান)

لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَه لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ

উচ্চারণ ঃ "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকালাহু লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হ্যামদু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর।" (১০ বার)

আবু আইয়ুব আনসারী (রাঃ) বর্ণনা করেন– রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

من قال إذا أصبح (لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اِللهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَه لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْر) عشر مراتَ كتب الله له بهن عشر حسنات ومحابهن عشر سيئات ورفع له بهن عشر درجات وكن له عدل عتاقة اربع رقاب وكن له حرسا حتى يمسى ومن قالهن إذا صلى المغرب دبر صلاته فمثل ذالك حتى يصبح وفى رواية وكن له عدل عشر رقاب

অর্থ ঃ "যে ব্যক্তি ফজরের সালাতের পর এ দোয়া ১০ বার পাঠ করবে 'আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। তিনি এক, তাঁর কোন অংশীদার নেই। সার্বভৌম রাজত্ব ও সকল প্রশংসা তাঁরই। তিনি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।' তাহলে আল্লাহ তার জন্য ১০টি পুণ্য লিখে দেবেন। ১০টি পাপ মুছে দেবেন। ১০টি পদমর্যাদায় তাকে উন্নীত করবেন এবং এটি তার জন্য ৪টি ক্রীতদাস মুক্ত করার সমান হবে এবং এটি হবে তার জন্য সন্ধ্যা পর্যন্ত নিরাপত্তা। আর যে ব্যক্তি মাগরিবের সালাত পড়ে সালাত শেষে এগুলো পড়বে তার জন্যও অনুরূপ হবে ভোর পর্যন্ত। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে এগুলো তার জন্য ১০টি ক্রীতদাস মুক্ত করার সমান হবে।"

(তিরমিযি, আহমাদ, নাসায়ী, ইবনু হিব্বান)

Contents

পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের পর মুনাজাত সংক্রান্ত

একটি ফতওয়া ও তার জবাব

ফরজ সালাতের পর ইমামের নেতৃত্বে মুক্তাদীগণের সম্মিলিতভাবে দু'হাত তুলে মুনাজাত অর্থাৎ দোয়া করার স্বপক্ষে জনৈক মুসল্লি মাদরাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা'র মুহাদ্দিস ও মুফতী মুহাম্মদ আশরাফ আলী সাহেব ও মুফতী মাওলানা এ,বি,এম, সাদেক উল্লাহ (মুফতী দারুল ইফতা, মাদরাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা) এর নিকট হতে একটি ফতওয়া সংগ্রহ করেন। আমরা নিম্নে উল্লেখিত ফতওয়া হুবহু তুলে ধরেছি। অতঃপর উক্ত ফতওয়ার ভুল-ত্রুটি উল্লেখপূর্বক বিশুদ্ধ হাদীসসমূহের আলোকে তার জবাব পেশ করেছি।

ফতওয়া

প্রশ্ন ঃ ফরজ নামাযের পওে দু'হাত তুলে সম্মিলিতভাবে ইমাম ও মুক্তাদীগণের দোয়া করা জায়েজ আছে কি? শরীয়তসম্মত সিদ্ধান্ত জানাবেন।

উত্তর ঃ

الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين – اما بعد – اقول وبالله التوفيق

নিম্নলিখিত দলিলসমূহের ভিত্তিতে ফরজ নামাযের পর ইমামের সাথে মুক্তাদীগণের দু'হাত তুলে মুনাজাত করা সম্পূর্ণরূপে **শরীয়তসম্মত।**

عن أبي أمامة قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيُّ الدعاء أسمع قال جوف الليل ايخير ودبر الصلوات المكتوبات (نسائي ترمذى)

(১) অর্থাৎ "হযরত আবু উমামাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত ঃ আরজ করা হলো ইয়া রাসূলুল্লাহ! কোন দোয়া অধিক শ্রবণযোগ্য (মকবুল) ?

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান– শেষ রাতের মধ্যবর্তী সময়ে এবং সকল ফরজ নামাযের পরক্ষণে।

(নাসায়ী, তিরমিযি)

عن المغيرة (رض) عن النى صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو فى دبر كل صلاة (بخنا رى فى تاريخنه)

(২) অর্থাৎ "হযরত মুগীরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক নামাযের পরক্ষণেই দোয়া করতেন।"

عن الفضل مرفوعا : الصلاة مثنى مثنى تشهد فى كل ركعتين وتخشع وتضرع تمسكن وتقنع يديك يقول ترفعهما إلى ربك مستقبلا ببطونها وجهك وتقول يارب يارب من لم يفعل ذالك فهى كذا وكذا وفى لفظ فهو خداج (ترمذى أبوداؤد)

(৩) অর্থাৎ "হযরত ফযল (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, নামায দু'রাকাত দু'রাকাত। প্রত্যেক দু'রাকাতে তাশাহ্হুদ পড়বে। বিনয়াবনত হয়ে কাতর কণ্ঠে জড়সড় হয়ে দু'হাত বাড়িয়ে দেবে। তিনি বলেন তুমি তোমার হস্তদ্বয় তোমার মুখমণ্ডলমুখী করে উঁচু করবে এবং বলবে ইয়া রব ইয়া রব। যে ব্যক্তি এরূপ করবে না তার নামায অসম্পূর্ণ থাকবে।" (তিরমিযী, আবু দাউদ)

عن ايسود بن عامر عن أبيه قال : صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر فلما سلم انحرف ورفع يديه ودعا (ابن أبي شيبه)

(৪) অর্থাৎ "হযরত আসওয়াদ বিন আমের থেকে বর্ণিত তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ফজরের নামায পড়লাম। যখন তিনি সালাম ফিরালেন, ঘরে বসলেন এবং দু'হাত উচুঁ করলেন ও দোয়া করলেন।" (ইবনু আবী শায়বাহ)

Contents

عن ابن الزبير (رض) انه رأى رجلا رافعا يديه يدعو قبل ان يفرغ من صلاته فلما فرغ منها قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يرفع يديه حتى يفرع من صلاته (ابن ابي شيبة)

(৫) অর্থাৎ "হযরত ইবনু যুবাইর (রাঃ) থেকে বর্ণিত– তিনি জনৈক ব্যক্তিকে দেখলেন যে, তিনি নামায শেষ করার পূর্বেই দু'হাত তুলে দোয়া করছেন। দোয়া শেষ হলে তিনি লোকটিকে বললেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায শেষ না হওয়া পর্যন্ত দু'হাত তুলতেন না।" (ইবনু আলী শায়বাহ)

عن أنس (رض) مرفوعا ما من عبد بسط كفيه في دبر كل صلاة ثم يقول : اللهم إلهي وإله ابراهيم وإسحاق ويعقوب وإله جبريل وميكائيل وإسرافيل إسئلك أن تستجيب دعوتي فإني مضطرو تعصمني في ديني فإني مبتلي و تنالني برحمتك فإني مذنب وتنفي عنه الفقر فإني متمسكن إلا كان عليه حقا على الله أن لايرد يديه خائبتين

(৬) অর্থাৎ "হযরত আনাস (রাঃ) থেকেন বর্ণিত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, – যে ব্যক্তি প্রতিটি নামাযের পরে দু'হাত তুলে মুনাজাত করবে আল্লাহ পাকের প্রতি তার একটুকু প্রাপ্য হবে যে তিনি তার দু'হাত নিরাশ অবস্থায় ফিরিয়ে দেবেন না।"

উল্লিখিত হাদীসসমূহের ভিত্তিতে ফরজ নামাযের পর ইমামের সাথে মুক্তাদীদের একত্রে দু'হাত তুলে মুনাজাত করা সম্পূর্ণ শরীয়তসম্মত এবং সুন্নাত।

Contents

পূর্বোক্ত ফতওয়ার জবাব

(১) আবু উমামা (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে হাত তোলার কোন আলোচনা নেই।

(২) মুগীরা (রাঃ) বর্ণিত হাদীসেও হাত তোলার কথা উল্লেখ নেই। উভয় হাদীসে হাত তোলার শর্তবিহীন ব্যক্তিগত সাধারণ দোয়ার কথাই বলা হয়েছে, যা ব্যক্তিগতভাবে বৈধ বলে প্রমাণিত হয়েছে।

(৩) ফজল (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে ব্যক্তিগত নফল সালাতের পর হাত তুলে দোয়া করার কথা বলা হয়েছে। এটি নফলের পর নিঃসন্দেহে করা যায়। ফরজ সালাতের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই উক্ত হাদীসে 'সালাত দু'দু'রাকাত, প্রত্যেক দু'রাকাতে তাশাহহুদ রয়েছে'। এর অর্থ হল– যে সালাত শেষে হাত তুলে দোয়ার কথা বলা হয়েছে তা নফল সালাত। কেননা নফল সালাতই দু' দু'রাকাত করে পড়া হয়।

ইবনু উমর (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে–

فقيل لابن عمر ما مثنى مثنى ؟ قال تسلم فى كل ركعتين

অর্থাৎ "ইবনু উমর (রাঃ) কে জিজ্ঞাসা করা হল– দু' দু' রাকাত অর্থ কী ? তিনি বললেন (এর অর্থ হল) প্রত্যেক দু'রাকাত শেষে সালাম ফেরাবে।"

বলাবাহুল্য যে, নফল সালাতের মধ্যেই দু'দুরাকাত পড়ে সালাম ফেরানো হয়।

আসওয়াদ ইবনু আমের বর্ণিত হাদীসটি সনদ ও মতন তথা বর্ণনাসূত্র ও মূল বক্তব্য উভয় দিক থেকেই এ হাদীসটির মধ্যে ভুল রয়েছে। যার ফলে হাদীসটি হাত তুলে দোয়ার ক্ষেত্রে অগ্রহণযোগ্য। কেননা রেজাল শাস্ত্রে আসওয়াদ ইবনু আমের অথবা আসওয়াদ আমেরী নামক কোন তাবেয়ী এবং আমের নামক এমন কোন সাহাবী পাওয়া যায়নি– যার থেকে তার পুত্র আসওয়াদ উপরোক্ত ঘটনা বর্ণনা করেছেন। দ্বিতীয়ত উক্ত হাদীসটির মধ্যে ورفع يديه ودعا অর্থাৎ 'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'হাত তুলেছেন এবং দোয়া

Contents

করেছেন' এই অংশটি বানোয়াট। বিশুদ্ধ বর্ণনাসমূহে এই অংশটি ছাড়াই হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।

حدثنا هشيم قال نا يعلى بن عطاء عن جابربن يزيد بن ايسود العامرى عن أبيه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سلم انحرف

এ হাদীসে সালাম ফেরানোর পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসল্লিদের দিকে ফিরে বসেছেন এটাই প্রমাণিত হল। হাত তুলে দোয়া প্রমাণিত হলে না।

উপরোক্ত সনদে বর্ণিত এ হাদীসটির সকল বর্ণনাকারী বিশ্বস্ত। ইয়ালা ইবনু আতার উস্তাদ জাবের একজন বিশ্বস্ত তাবেয়ী এবং তার পিতা ইয়াযিদ ইবনু আসওয়াদ একজন সাহাবী। তাঁর থেকে তাঁর পুত্র জাবের উক্ত ঘটনা বর্ণনা করেন। ইয়াযিদ বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সালাত পড়েছি, তিনি যখন সালাম ফেরালেন তখন মুসল্লিদের দিকে ফিরলেন।

বলাবাহুল্য এ বিশুদ্ধ বর্ণনায় হাত তুলে দোয়া করার কোন উল্লেখ নেই। মুসান্নাফে ইবনু আবী শায়বাসহ হাদীসের সে সমস্ত গ্রন্থে বিশুদ্ধ সূত্রে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে তার কোথাও হাত তুলে দোয়া করার কথাটি নেই।

উক্ত হাদীসটি আবু দাউদ প্রথম খ- ২৩৭ পৃষ্ঠা

باب الآمام ينحرف بعد التسليم

কথা ইমাম সালাম ফেরানোর পর ফিওে আসবে অধ্যায়ে এভাবে বর্ণিত হয়েছে।

قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا سلم انحرف

অর্থাৎ "আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে সালাত পড়েছি। তিনি সালাম ফেরানোর পর মুসল্লিদের দিকে ফিরতেন।"

Contents

হাদীসটি নাসায়ী শরীফে বিশুদ্ধ সনদে باب الآنحراف بعد التسليم তথা সালামের পর ফিরে বসার অধ্যায়ে এভাবে বর্ণিত হয়েছে।

عن يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحي عن سفيان قال حدثني يعلى بن عطاء عن جابربن يزيد بن ايسود عن أبيه إنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح فلما سلّم انحرف

অর্থাৎ "ইয়াকুব ইবনু ইবরাহীম হতে বর্ণিত, তিনি বলেন– ইয়াহইয়া সুফিয়ান থেকে আমাদের হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন– আমাকে ইয়ালা ইবনু আতা জাবের ইবনু ইয়াযিদ ইবনুল আসওয়াদ হতে তার পিতার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর পিতা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ফজরের সালাম পড়েছেন। তিনি যখন সালাম করলেন, তখন মুসল্লিদের দিকে ফিরে বসলেন।"

বলাবাহুল্য এ বিশুদ্ধ বর্ণনায় হাত তুলে দোয়া করার কোন কথাই নেই।

উক্ত হাদীসটি বিশুদ্ধ সনদে বহু হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু কোথাও হাত তুলে দোয়া করার কথা নেই। হাদীসটি যে সমস্ত গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে তা নিম্নরূপ ঃ

মুসনাদে আহমাদ ৪র্থ খ- ১৬১ পৃষ্ঠা, তিরমিযী ১ম খ- ১৮৮ পৃষ্ঠা, আবু দাউদ ১ম খ- ২২৫ পৃষ্ঠা, নাসায়ী ১ম খ- ৯৯ পৃষ্ঠা, দারা কুতনী ১৫৮, ১৫৯ পৃষ্ঠা, মুসতাদরাক ১ম খণ্ড ২৪৫ পৃষ্ঠা, বায়হাকী ২য় খ- ৩০১ পৃষ্ঠা, মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক ২য় খ- ৪২১ পৃষ্ঠা, আরো অন্যান্য গ্রন্থেও বর্ণিত হয়েছে।

তিরমিযি শরীফের বিস্তারিত বর্ণনাটি নিম্নরূপ ঃ

اباب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة ثنا أحمد بن منيع ثنا هشيم ثنا يعلى بن عطاء نا جابر بن يزيد بن ايسود عن أبيه قال شهدت مع النبي حجته فصليت معه صلاة

Contents

الصبح في مسجد الخيف فلما قضى صلاته انحرف فإذا هو برجلين في أخرى القوم لم يصليا معه فقال عليَّ بهما فجيئ بهما ترعد فرائصهما فقال:ما منعكما أن تصليا معنا فقالا : يا رسول الله إنا كنا قد صلينا في رحالنا قال: فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما في مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة

অর্থাৎ "আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে হজ্জে উপস্থিত ছিলাম এবং মসজিদে খায়েফে ফজরের সালাত আদায় করলাম। যখন তিনি সালাত শেষ করলেন তখন তিনি পেছনে ঘুরে বসলেন। হঠাৎ মুসল্লিদের সফের পেছনে এমন দু'জন লোককে দেখতে পেলেন যারা তাঁর সাথে সালাত আদায় করেনি। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাদের উভয়কে আমার নিকট ডেকে আন। তাদের উভয়কে ডেকে আনা হল এমন অবস্থায় যে, তাদের দু'কাঁধের মাঝখানের মাংসপিণ্ড- ভয়ে কাঁপছিল।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের উভয়কে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের কিসে নিষেধ করল আমাদের সাথে সালাত আদায় করতে? তখন তারা উভয়ে আরজ করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা আমাদের গৃহে সালাত আদায় করেছি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এরূপ করো না। যখন তোমার গৃহে সালাত আদায় কর অতঃপর কোন জামাতের মসজিদে আস তখন তোমরা তাদের সাথে পুনরায় মসজিদে সালাত আদায় করবে। এটি তোমাদের জন্য নফল হিসাবে আদায় হবে। (তিরমিযি-১)

উপরের আলোচনায় দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে গেল যে, উক্ত হাদীসটির সংক্ষিপ্ত বা বিস্তারিত বিশুদ্ধ কোন বর্ণনাতেই হাত তুলে দোয়া করার কোন উল্লেখ নেই। তাই ورفع يديه ودعا কথাটি বাতিল হয়ে গেল।

(৪) ইবনু জুবায়ের (রাঃ) বর্ণিত হাদীসটি পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের পর ইমামের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত সম্মিলিত হাত তুলে দোয়া করার বিষয়ে কিছুতেই দলিল হতে পারে না। কারণ—

Contents

ক. পাঁচ ওয়াক্ত সালাত সংক্রান্ত শত শত বিশুদ্ধ হাদীসের কোথাও এর প্রমাণ পাওয়া যায় না।

খ. উপরন্তু এখানে لم يكن يرفع একবচনের শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। যার দ্বারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যক্তিগত সালাত শেষে হাত তোলার কথাটি প্রমাণিত হয়।

গ. ইবনু জুবায়ের নামে যে ব্যক্তি এ হাদীসটি শুনিয়েছেন তিনিও ব্যক্তিগত ভাবে সালাত পড়ছিলেন। জামাতবদ্ধ সালাতের সাথে এর কোন সংশ্লিষ্টতা নেই।

(৬) আনাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে ব্যক্তিগত নফল সালতে ব্যক্তিগত ভাবে হাত তোলার কথাই বলা হয়েছে। এখানে যতগুলো শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে সবগুলোই এক বচন। অতএব এটি ব্যক্তিগত নফল সালাতে ব্যক্তিগতভাবে হাত তোলার কথাই বলা হয়েছে। এখানে যতগুলো শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে সবগুলোই এক বচন। অতএব এটি ব্যক্তিগত নফল সালাত হওয়াই বাঞ্জনীয়। বিশুদ্ধ হাদীসসমূহ দ্বারা ফরজ সালাতসমূহের পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাত তোলাবিহীন দোয়ায় প্রমাণিত হয়েছে। এ হাদীসটিকে ফরজের সাথে সংশ্লিষ্ট করা যাবে না।

দ্বিতীয়ত হাদীসটি অগ্রহণযোগ্য। কারণ–

في إسناده عبد العزيز بن عبد الرحمن فيه مقال : وصرح في ميزان الاعتدال وغيره بأنه حديث ضعيف

অর্থাৎ এ হাদীসের বর্ণনাসূত্রে عبد العزيز بن عبد الرحمن নামক রাবী বিতর্কিত। ميزان الاعتدال ও অন্যান্য গ্রন্থকার হাদীসটিকে দুর্বল বলে স্পষ্ট মন্তব্য করেছেন। ইবনু হিব্বান এ হাদীসটি প্রসংগে বলেন – عبد العزيز بن عبد الرحمن لا يحل الاحتجاج به بحال অর্থাৎ এ হাদীস দ্বারা কোন অবস্থাতেই দলিল গ্রহণ করা যাবে না। (মিজানুল ই'তিদাল) ইমাম নাসায়ীসহ অন্যান্য ইমামগণ বলেন ঃ ليس بثقة উক্ত রাবী বিশ্বস্ত নয়। ইমাম আহমাদ তার হাদীস প্রত্যাখ্যান করেছেন। (মিজানুল ই'তিদাল)

Contents

“পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের পর সম্মিলিত মুনাজাত একটি বিদআত” এ বিষয়ে কতিপয় বিশ্ববরেণ্যে আলেমের

ফতোয়া

যেহেতু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সম্মিলিত মুনাজাতের স্বপক্ষে কোন বিশুদ্ধ হাদীসই পাওয়া যায় না এ জন্য সাহাবী, তাবেয়ী, তাবে তাবেয়ীগণের যুগে এর কোন অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়নি। এ কুসংস্কার উদ্ভবের পর হক্বপন্থী আলেমগণ বিশুদ্ধ হাদীসসমূহের আলোকে একে বিদাআত বলে আখ্যায়িত করছেন। নিম্নে তাঁদের কয়েকজনের ফতোয়া তুলে ধরা হলো ঃ

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (রহঃ) বলেন– সালাতের পর ইমাম ও মুক্তাদিগণের হাত তুলে সম্মিলিত দোয়া বিদআত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এটা ছিল না।

(মাজমুউল ফাতাওয়া ১/১৮৪)

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহঃ) বলেন, সালাম ফেরানোর পর কেবলামুখী হয়ে মুক্তাদীদের সাথে মিলে একত্রে দোয়া করা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতের অন্তর্ভুক্ত নয়। সহীহ বা হাসান কোন সনদেই এর বর্ণনা পাওয়া যায় না। (যাদুল মাআদ ১/৯৩)

‘আল কামুস’-এর গ্রন্থকার মাজদুদ্দীন ফিরোজাবাদী বলেন– সালামের পর ইমাম সাহেবগণ প্রচলিত নিয়মে যে দোয়া করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র অভ্যাস এ রকম ছিল না। এ বিষয়ে কোন হাদীসই প্রমাণিত নেই। (সাফরুস্ সা'আদাহ- পৃষ্ঠা ২০)

শাইখ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহঃ) বলেন– প্রচলিত দোয়া যা অনারব দেশগুলোতে অধিক আর আরব দেশগুলোতে স্বল্পাকারে চালু আছে– অর্থাৎ ইমাম সালাতের পর দোয়া করবেন আর মুক্তাদীগণ ‘আমীন আমীন’ বলবেন, এটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভ্যাসের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। এবং কোন সহীহ হাদীস দ্বারা এটি প্রমাণিত হয় না। (শারহ আলাস্ সিরাতিল মুস্তাকিম– পৃষ্ঠা ৯০)

Contents

আব্দুল হাই লখনভী (রহঃ) বলেন- সালামের পর হাত উঠিয়ে ইমাম সাহেবের 'রাব্বানা রাব্বানা' বলা আর মুক্তাদিদের 'আমীন আমীন' বলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় ছিল না।

(মাজমু 'আতুলফাতাওয়া- ১/১৬১)

পাকিস্তানের গ্রান্ড মুফতী আল্লামা শাফী (রহঃ) বলেন- ফরজ সালাতের পর সুন্নাত হচ্ছে ইমাম ও মুক্তাদী সকলে একাকী হাদীস বর্ণিত যিক্র ও দোয়াগুলো পড়বে। কিন্তু লোকেরা সুন্নাত বিরোধী সম্মিলিত দোয়া আবিষ্কার করে নিয়েছে। (আহকামুদ্ দোয়া- পৃষ্ঠা ১৫)

সউদী আরবের গ্রান্ড মুফতী শাইখ বিন আয (রহঃ) বলেন- এ জাতীয় সম্মিলিত দোয়া বিদআত। (ফাতাওয়া মুহিম্মাহ-পৃষ্ঠা ১০৫)

আল্লামা ত্বীবি, ইমাম শাত্বেবী, খলিল আহমাদ সাহারানপুরী, শাইখ ই'যায আলী, ইউসুফ বিন নূরী, আলোয়ার শাহ কাশ্মিরি (রহঃ) একে বিদআত বলে আখ্যায়িত করেছেন।

বাংলাদেশের মুফতীয়ে আ'যম হাটহাজারী মাদরাসার শাইখ ফয়জুল্লাহ (রহঃ) উক্ত সম্মিলিত মুনাজাতের বিরুদ্ধে একাধিক গ্রন্থ রচনা করে এর সুন্নাহ বহির্ভূত এবং বিদআত হওয়া সপ্রমাণিত করেছেন। বায়তুল্লাহ ও মসজিদে নববীতে এই মুনাজাতের কোন অস্তিত্ব নেই।

Contents

একটি সংযোজিত অধ্যায়

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতের সালাম ফেরানোর পূর্বে যে সব প্রাণঢালা দোয়া প্রার্থনা করতেন, হাদীসের বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত সে সব দোয়া নিম্নে প্রদত্ত হল

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِى ظُلْمًا كَثِيْراً وَلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلاَّ اَنْتَ
فَاغْفِرْلِىْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِىْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ
بخارى ٨ /١ ٣٨ ٨ مسلم ٢٠٨٧ /٤

উচ্চারণ ঃ "আল্লাহুম্মা ইন্নী যালামতু নাফসী যুলমান কাসীরাও ওয়ালা ইয়াগফিরুয্ যুনুবা ইল্লা আনতা ফাগফিরলী মাগফিরাতাম মিন ইনদিকা ওয়ার হামনী ইন্নাকা আনতাল গাফুরুর রাহীম।"

অর্থ ঃ হে আল্লাহ ! আমি নিজের উপর অনেক জুলুম করেছি। আর আপনি ব্যতীত কেউই পাপ মার্জনা করতে পারে না। অতএব আপনার পক্ষ থেকে আমাকে পরিপূর্ণভাবে ক্ষমা করে দিন। আর আমাকে করুণা করুন। নিশ্চয় আপনিই অত্যন্ত মার্জনাকারী এবং অত্যন্ত মেহেরবান। (বুখারী -৮/১৬৮, মুসলিম-৪/২০৭৮)

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ فِتْنَةِ
الْمَحْيَا و الْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ –
بخارى ١٠٢/ ٢ مسلم ٤١٢/١

উচ্চারণ ঃ "আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিন আযাবিল ক্বাবরি ওয়া মিন আযাবি জাহান্নামা ওয়া মিন ফিত্নাতিল মাহ্ইয়া ওয়াল মামাতি ওয়া মিন শার্‌রি ফিত্নাতিল মাসীহিদ্দাজ্জাল।"

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্ ! তিনি আপনার নিকট কবর আযাব, জাহান্নামের শাস্তি, জীবন-মরণের ফিতনা-বিপর্যয় এবং মাসীহ্ দাজ্জালের ফিতনার অনিষ্ট থেকে আশ্রয় কামনা করছি।

(বুখারী– ২/১০২, মুসলিম– ১/৪১২)

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ اللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিন আযাবিল ক্বাবরি ওয়া আউযুবিকা মিন ফিতনাতিল মাসীহিদ্দাজ্জাল ওয়া আউযুবিকা মিল ফিতনাতিল মাহইয়া ওয়াল মামাত, আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল মা'ছামি ওয়াল মাগরাম ।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ ! কবরের আযাব থেকে আপনার নিকট আশ্রয় চাই এবং এক চোখবিনষ্ট দাজ্জালের বিপর্যয় থেকে আপনার নিকট পানাহ চাই এবং জীবন ও মরণের ফিতনা থেকে আপনার নিকট আশ্রয় চাই । হে আল্লাহ ! আপনার নিকট আশ্রয় কামনা করি পাপ ও ঋণ থেকে । (বুখারী-১/২০২, মুসলিম -১/১০২)

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ اَنْ اُرَدَّ اِلٰى اَرْذَلِ الْعُمُرِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ

উচ্চারণ ঃ "আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল বুখলি ওয়া আউযুবিকা মিনাল জুবলি ওয়া আউযুবিকা মিন আন উরাদ্দা ইলা আরযালিল উমুরি ওয়া আউযুবিকা মিন ফিতনাতিদ্ দুনইয়া ওয়া আযাবিল ক্বাবরি ।"

অর্থ ঃ হে আল্লাহ ! আমি আপনার নিকট কার্পণ্য থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি এবং আপনার নিকট ভীরুতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি এবং নিকৃষ্টতম জীবন (চরম বার্ধক্য) ফিরিয়ে নেয়া থেকে আপনার নিকট দুনিয়ার ফিতনা ও ক্ববর আযাব থেকে ।

(বুখারী মা'আল ফাত্‌হ -৬/৩৫)

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ النَّارِ

উচ্চারণ ঃ "আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা জান্নাতা ওয়া আউযুবিকা মিনান্নার।"

অর্থ ঃ হে আল্লাহ ! আমি আপনার নিকট জান্নাত কামনা করছি এবং আপনার নিকট জাহান্নাম থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

(আবু দাউদ- ১/২৮৪)

اَللّٰهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبِ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ اَحْيِنِىْ مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْراً لِىْ وَتَوَفَّنِىْ اِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْراً لِىْ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ فِى الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَاَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ فِى الرِّضَا وَالْغَضَبِ وَاَسْأَلُكَ الْقَصْدَ فِى الْغِنَى وَالْفَقْرِ وَاَسْأَلُكَ نَعِيْماً لاَّ يَنْفَدُ وَاَسْأَلُكَ قُرَّةَ عَيْنٍ لاَّ تَنْقَطِعُ وَاَسْأَلُكَ الرِّضَا بَعْدَ الْقَضَاءِ وَاَسْأَلُكَ بَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَاَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ اِلَى وَجْهِكَ وَالشَّوْقَ اِلَى لِقَائِكَ فِىْ غَيْرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ وَلاَ فِتْنَةٍ مُّضِلَّةٍ اَللّٰهُمَّ زَيِّنَّا بِزِيْنَةِ الاِيْمَانِ وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُّهْتَدِيْنَ

উচ্চরণ ঃ "আল্লাহুম্মা বিঈলমিকাল গাইবি ওয়া ক্কুদরাতিকা আলাল খালকি আহ্ইনি মা আলিমতাল হায়াতা খাইরান লি ওয়া তাওয়াফ্‌ফানী ইয়া আলিমতাল ওয়াফাতা খাইরান লি, আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা খাশইয়াতাকা ফিল গাইবি ওয়াশ্ শাহাদাহ ওয়া আসআলুকা কালিমাতাল হাক্কি ফির রিদা ওয়াল গাদাব ওয়া আসআলুকার রিদা বা'দাল ক্কাদা ওয়া আসআলুকা বারদাল আইশি বা'দাল মউতি ওয়া আসআলুকা আয্‌যাতান্ নাযারি ইলা ওয়াজহিকা ওয়াশ্ শাওক্কা ইলা লিক্কাইকা ফি গাইরি দার্‌রাআ মুদির্‌রাতিন ওয়ালা ফিতনাতিম মুদিল্লাতিন আল্লাহুম্মা যায়্যিন্না বিযিনাতিল ঈমানি ওয়াজ আলনা হুদাতাম্ মুহ্‌তাদীন।"

অর্থ ঃ হে আল্লাহ ! তোমার ইলমুল গাইব (অদৃশ্যের জ্ঞান) ও সৃষ্টির ওপর তোমার ক্ষমতার উছিলা দিয়ে প্রার্থনা করছি আমাকে

Contents

ততদিন বাঁচিয়ে রাখ, জীবন যতদিন আমার জন্য কল্যাণকর বলে তুমি জান। হে আল্লাহ ! আমি তোমার কাছে গোপনে ও প্রকাশ্যে তোমার ভীতি প্রার্থনা করছি এবং তোমার কাছে প্রার্থনা করছি ক্রোধ ও সন্তোষকালে সত্য ও ন্যায্য কথা এবং তোমার কাছে প্রার্থনা করছি দারিদ্র্য ও বিত্তের মাঝে মধ্য পন্থা, তোমার কাছে প্রার্থনা করছি এমন নিয়ামত যা নিঃশেষ হবে না, তোমার কাছে প্রার্থনা করছি এমন নয়ন জুড়ানো (অবদান) যা বিচ্ছিন্ন হবে না, তোমার কাছে প্রার্থনা করছি তাকদীর (ভাগ্য) ফায়সালার পর সন্তুষ্টি, তোমার কাছে প্রার্থনা করছি তোমার চেহারার দিকে তাকাবার আনন্দ এবং বিভ্রান্তিকর ফিতনা এবং ক্ষতিকর রোগ-ব্যাধি ও অসচ্ছলতা ব্যতীত তোমার সাক্ষাতের আগ্রহ হে আল্লাহ ! তুমি ঈমানের অলংকার দিয়ে আমাদের অলংকৃত করো এবং আমাদেরকে করো হেদায়াতকারী ও হেদায়াতপ্রাপ্ত।

(নাসাঈ -৪/৫৪, আহমাদ -৪/৩৬৪, আলবানী হাদীসটিকে বিশুদ্ধ বলেছেন)

উপসংহার

নিজের ব্যক্তিগত-আবেগ, পছন্দ-অপছন্দ ও কামনা-বাসনাসমূহকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনিত বিধি-বিধানের অনুগামী করা ঈমানের অংগ।

পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের পর কৃত সম্মিলিত মুনাজাত অবশ্যই ঈমানী আবেগ-অনুভূতি নিয়েই করা হয়ে থাকে। কিন্তু এ আবেগ-অনুভূতি তখনই আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হবে যখন তা সুনিশ্চিত ও সুনির্দিষ্টভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনিত বিধি-বিধানের অনুসারী হবে।

রাসূল আল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

لاَيُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى يَكُوْنَ هَوَاهُ تَبْعاً لِمَّا جِئْتُ بِهِ

তোমাদের কেউ ততক্ষণ মুমিন হবে না যতক্ষণ না তার আবেগ-অনুভূতি ও কামনা-বাসনা আমার আনিত বিধি-বিধানের অনুসারী হবে। (মেশকাত-৩০)

পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের পর সম্মিলিত মুনাজাত যেহেতু কোন হাদীস দ্বারা কোন ক্রমেই প্রামাণিত নয়, সেহেতু এ জিনিসটিকে এত আবেগ-ভালবাসা দিয়ে পুষে কী লাভ? এ আবেগ-ভালবাসা তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শেখানো দোয়াগুলোরই পাওনা এবং তা ঈমানের দাবিও বটে। তাই পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের পর হাত তোলাবিহীন আলোচ্য দোয়াসমূহ পড়া উচিৎ।

বস্তুত কুরআন ও হাদীস পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ফরজ ও নফল সালাতের সালাম ফেরানোর পরই দোয়া আছে। তবে তা ইমামের নেতৃত্বে মুক্তাদিরা সম্মিলিতভাবে দু'হাত তোলা ছাড়াই নিজ নিজ ভাবে পাঠ করবেন। কেবল নফল সালাতের সালাম ফেরানোর পর ইমামের নেতৃত্বে বা সম্মিলিতরূপে নয় বরং ইমাম/মুক্তাদীগণ ব্যক্তিগতভাবে ইচ্ছাধীন কর্ম হিসেবে দু'হাত তুলে দোয়া করতে পারবেন। এছাড়া যে কোনো সময়ে একাকী কিংবা সম্মিলিতভাবে যেকোনো প্রয়োজনে হাত তুলে দোয়া করা বিশুদ্ধ হাদীসসমূহের দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে।

উৎসসমূহ

(১) বুখারী (২) মুসলিম (৩) তিরমিযি (৪) নাসায়ী (৫) আবু দাউদ
(৬) ইবনু মাজাহ (৭) আল আজকার আল মাসনূনাহ বা'দাস সালাওয়াত। আরও অন্যান্য প্রামাণ্য গ্রন্থসমূহ।

الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله و صحبه اجمعين